মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ

আলোচ্য বিষয় – অনুমানের শ্রেণীবিভাগ - কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান।

Philosophy Honours
Semester - I
(CBCS)

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor in Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

ন্যায় মতে, অনুমানের ভিত্তি হলব্যাপ্তি। আর এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ দুই প্রকার। যথা -

ক) অন্বয়ব্যাপ্তি এবং **খ)** ব্যতিরেক ব্যাপ্তি।

ক) <u>অন্বয় ব্যাপ্তি</u> :-

নব্য-নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ-দীপিকায় অন্বয়-ব্যাপ্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন –

“হেতুসাধ্যয়োঃ ব্যাপ্তিঃ অন্বয়ব্যাপ্তিঃ।”

অর্থাৎ, হেতুর উপস্থিতির সঙ্গে সাধ্যের উপস্থিতির সম্বন্ধ হচ্ছে অন্বয়ব্যাপ্তি। ধরা যাক, হেতু ধূম ও সাধ্য বহ্নি। এখানে হেতু ধূম ও সাধ্য বহ্নির মধ্যেযে ব্যাপ্তি তা অন্বয় ব্যাপ্তি; কেননা, 'যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নিও থাকে, যথা- পাকশালা।

খ) ব্যতিরেক ব্যাপ্তি :-

নব্য-নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ-দীপিকায় ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন –

“তদভাবয়োঃ ব্যাপ্তিঃ ব্যতিরেকব্যাপ্তিঃ।”

'ব্যতিরেক' অর্থে 'অভাব'। সাধ্যের অভাবের সঙ্গে হেতুর অভাবের ব্যাপ্তি হচ্ছে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। সাধ্য বহ্নির অভাবের সঙ্গে হেতু ধুমের অভাবের যে ব্যাপ্তি তা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। কেননা, 'যেখানে যেখানে বহ্নি নেই সেখানে সেখানে ধূমও নেই, যথা-মহাহ্রদ'।

অনুমানের শ্রেণীবিভাগ

নব্য ন্যায় দর্শনে হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে এইব্যাপ্তি-সম্বন্ধ অর্থাৎ,অন্বয় ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি-এই উভয় প্রকার ব্যাপ্তি সম্বন্ধ কীভাবে প্রাপ্ত হয়েছে-এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে অনুমানকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা –

১) কেবলান্বয়ী অনুমান,

২) কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান

এবং ৩) অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান।

১) কেবল-অন্বয়ী অনুমান :-

যে অনুমান কেবলমাত্র অন্বয় ব্যাপ্তি-নির্ভর, তাকে বলে 'কেবলান্বয়ী অনুমান'। কেবলান্বয়ী অনুমানের ব্যাপ্তি বাক্যটির ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, কেবল অন্বয়-দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

উদাহরণ :-

যা জ্ঞেয় তা অভিধেয় অর্থাৎ নামযুক্ত। যথা-পট (কেবলান্বয়ী-ব্যাপ্তি)

ঘট জ্ঞেয়

সুতরাং, ঘট অভিধেয় অর্থাৎ নামযুক্ত।

২) কেবল ব্যতিরেকী অনুমান :-

যে অনুমান কেবলমাত্র ব্যতিরেক ব্যাপ্তি-নির্ভর তাকে বলে 'কেবল ব্যতিরেকী অনুমান'। কেবল ব্যতিরেকী অনুমানের ব্যাপ্তি বাক্যটির অন্বয় দৃষ্টান্ত সম্ভব নয়, কেবল ব্যতিরেক দৃষ্টান্তই সম্ভব।

উদাহরণ :-

যা (ক্ষিতি ভিন্ন) অন্য ভূত থেকে ভিন্ন নয় তা গন্ধযুক্ত নয়, যথা-জল (কেবল ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি)।

ক্ষিতি গন্ধযুক্ত

সুতরাং, ক্ষিতি অন্য ভূত থেকে ভিন্ন।

এখানে কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তিই সম্ভব অর্থাৎ ক্ষিতি ভিন্ন অন্যান্য ভূতের সঙ্গে (জল, বায়ু, তেজ ইত্যাদির সঙ্গে) গন্ধের নিষেধমূলক সম্পর্কই সম্ভব, অন্বয় ব্যাপ্তি সম্ভব নয়।

৩) অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান :-

যে অনুমান অন্বয় ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি নির্ভর তাকে বলে 'অন্বয়- ব্যতিরেকী অনুমান'। এই প্রকার অনুমানের ব্যাপ্তি বাক্যটির যেমন অন্বয় দৃষ্টান্ত থাকে, তেমনি ব্যতিরেক দৃষ্টান্তও থাকে। ধূম ও বহ্নির অন্বয় ব্যাপ্তি এবং বহ্নির অভাব ও ধূমের অভাবের ব্যতিরেক ব্যাপ্তির সাহায্যে 'পর্বত বহ্নিমান' এমন অনুমিতির মূলে হচ্ছে অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান প্রমাণ।

একটি অন্বয় ব্যাপ্তি ও অন্য একটি ব্যতিরেক ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো গেল-

ক) অন্বয় ব্যাপ্তি

যা ধূমবান তাই বহ্নিমান,যথা-পাকশালা

পর্বত ধূমবান

সুতরাং, পর্বত বহ্নিমান।

খ) ব্যতিকের ব্যাপ্তি

যা বহ্নির অভাব বিশিষ্ট তাই ধুমের অভাব বিশিষ্ট, যথা-মহাহ্রদ

পর্বত ধূমবান

সুতরাং, পর্বত বহ্নিমান

উপরোক্ত দুটি অনুমান যুগ্মভাবে অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানের দৃষ্টান্ত।

The End